

“মিষ্টি বাচ্চারা - আল্ল-অভিমান বিশ্বের মালিক বানায়, আর দেহ-অভিমান কাঙাল বানিয়ে দেয়।
তাই আল্ল-অভিমानी হও”

প্রশ্ন :- কোন্ অভ্যাস অশরীরী হওয়ার জন্য খুব সাহায্য করে ?

উত্তর :- নিজেকে সর্বদা অভিনেতা মনে করো। অভিনেতা যেমন অভিনয় করা হয়ে গেলেই তার ড্রেস খুলে ফেলে, তোমাদেরকেও সেইরকম অভ্যাস করতে হবে। কর্ম করা হয়ে গেলেই পুরাতন বস্ত্র (শরীর) ত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যাও। আল্লারা সকলে ভাই-ভাই। এইরকম অভ্যাস করতে থাকো। এটাই হল পবিত্র হওয়ার সহজ উপায়। শরীরকে দেখলেই ক্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা আসে। তাই অশরীরী হয়ে যাও।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা অবুঝ হয়ে গেছে, তাই বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। ৫ হাজার বছর আগেও বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এবং দিব্য কর্ম শিখিয়েছিলেন। তোমরা দেবী দেবতা ধর্মে এসেছিলে এবং ড্রামার প্ল্যান অনুসারে পুনর্জন্ম নিতে নিতে কলা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে এবং এখন তোমরা বাস্তবিক ভাবেই কলাহীন হয়ে গেছ। এটা তো আসলে তমোপ্রধান রাবণ-রাজ্য। এই রাবণ রাজ্যটাই আগে সতোপ্রধান ছিল। পরে ক্রমশঃ সতো, রজো এবং তমো অবস্থা প্রাপ্ত করেছে। এখন তো একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এবার এর বিনাশ হবে। রাবণ রাজ্যকেই অসুরী রাজ্য বলা হয়। ভারতেই রাবণকে পোড়ানোর প্রচলন রয়েছে। ভারতবাসীরাই বলে রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য। রামরাজ্য তো সত্যযুগেই হয়। রাবণরাজ্য কলিযুগে হয়। এটা অত্যন্ত বোঝার বিষয়। বাবা আশ্চর্য হয়ে যান যে ভালো ভালো বাচ্চারা পুরোপুরি ভাবে না বোঝার কারণে নিজের ভাগ্যকেই খারাপ করে দেয়। রাবণের খারাপ গুণের বশীভূত হয়ে যায়। যদিও সে নিজের মুখেই দিব্যগুণের কথা বলে। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরাই এইরকম দেবী দেবতা ছিলে। তোমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছ। তোমরা কেন তমোপ্রধান হয়ে গেছ সেটাও বোঝানো হয়েছে। এটা হল রাবণ রাজ্য। রাবণ হল সবথেকে বড়ো শত্রু। সে-ই ভারতকে এত কাঙাল এবং তমোপ্রধান বানিয়েছে। রাম রাজ্যে এত লোক থাকে না। ওখানে তো একটাই ধর্ম থাকবে। এখানে সবার মধ্যেই ভূত রয়েছে। ক্রোধ, লোভ এবং মোহরূপী ভূত তো আছেই। মানুষ এটাই ভুলে যায় যে আমি অবিদ্যার আঁশ আর এই শরীরটা বিনাশী। তাই কেউই আল্ল-অভিমानी হতে পারে না। অনেক দেহ অভিমান রয়েছে। দেহ অভিমান আর আল্ল অভিমানের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য। আল্ল-অভিমानी দেবী-দেবতার সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। আর তারপরে দেহ অভিমানে বশীভূত হয়ে কাঙাল হয়ে যায়। ভারত সোনার পাখি ছিল। এই কথাটা অনেকেই বলে। কিন্তু কেউ বোঝে না। শিববাবা দিব্য বুদ্ধি বানানোর জন্য আসেন। বাবা বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। কখনো কি শুনেছ যে এদেরকে এই রাজত্ব কে দিয়েছিল ? ওরা এমন কোন্ কর্ম করেছিল, যার জন্য এত উঁচু পদ পেয়েছিল? কর্মের ওপরেই তো নির্ভর করে, তাই না ? মানুষ আসুরি কর্ম করে বলে সেইসব কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সত্যযুগে সকল কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। ওখানে কোনো কর্মের হিসাব তৈরি হয় না। বাবা এইসব বোঝাচ্ছেন কিন্তু অনেকে কিছু না বুঝতে পেরে অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বলে দেয় যে শিব আর শংকর অভিন্ন। আরে, নিরাকার শিবকে তো একাই দেখানো হয়। আর শঙ্করকে পার্বতীর সাথে দেখানো হয়। এই দুজনের কর্তব্য একেবারে

আলাদা। মিনিস্টার আর প্রেসিডেন্টকে কি এক বলা যাবে ? দুইজনের পদ একেবারেই আলাদা। তাহলে কিভাবে শিব-শঙ্করকে এক বলা যাবে ? তবে এটাও জানা আছে যে, যারা রাম সম্প্রদায়ে আসবে না, তারা বুঝবেও না। আসুরি সম্প্রদায় তো কেবল গালি দেবে, বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, কারণ তাদের মধ্যে পাঁচ বিকার রয়েছে। দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী। ওরা কত উঁচু পদের অধিকারী। এখন তোমরা বুঝতে পার যে আমরা কত বিকারগ্রস্ত ছিলাম। বিকারের দ্বারাই জন্ম হয়। সন্ন্যাসীদেরকেও বিকারের দ্বারাই জন্ম নিতে হয়। পরে তারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সত্যযুগে এইরকম হয় না। সন্ন্যাসীরা সত্যযুগের কথা বুঝতেও পারে না। বলে দেয় যে সত্যযুগ তো সর্বদাই রয়েছে। যেভাবে বলে যে কৃষ্ণ কিংবা রাধাকে ডাকলেই হাজির হয়ে যায়। অনেক ধর্ম, অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। অর্ধেক কল্প ধরে দৈবী মত প্রচলিত থাকে। এখন তোমরা সেই মত প্রাপ্ত করছ। তোমরাই হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। এরপর তোমরাই বিষ্ণু বংশী এবং চন্দ্র বংশী হবে। ওই দুটোকে সাম্রাজ্য বলা হবে, কিন্তু এটাকে ব্রাহ্মণ বংশ বলা হবে। এটাকে সাম্রাজ্য বলা যাবে না। এনার রাজত্ব স্থাপন হয় না। তোমরাই এইগুলো বুঝতে পারো। তোমাদের মধ্যেও আবার কেউ কেউ বুঝতে পারে। কেউ কেউ একেবারেই শোধরায় না। কোনো না কোনো ভূত রয়েছে। যেমন - লোভের ভূত, ক্রোধের ভূত। সত্যযুগে এইরকম কোনো ভূত থাকে না। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা ছিল। তারা খুবই সুখী ছিল। এইসব ভূতগুলোই দুঃখ দেয়। কাম বিকারের ভূত আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। একে পরাজিত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। মুখের কথা নয়। বাবা বলেন, ভাই-বোন মনে করলে ক্রিমিনাল দৃষ্টি যাবে না। প্রত্যেক ব্যাপারে সাহস থাকতে হবে। কেউ বলে দেয় যে বিয়ে না করলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। এইরকম ক্ষেত্রে সাহস অবলম্বন করতে হবে। নিজেকেও চেক করতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা কোটি কোটি গুণ সৌভাগ্যবান হচ্ছ। এইসব বিনাশ হয়ে যাবে। সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। কেউ কেউ সাহস করে চলতে শুরু করে দেয়। আবার অনেকে সাহস করে, কিন্তু পরে ফেল হয়ে যায়। বাবা প্রত্যেকটা বিষয় ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু শ্রীমৎ পালন না করলে বোঝা যায় যে তার পুরোপুরি যোগ লাগে না। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ খুব বিখ্যাত। এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। পড়া হলো সোর্স অফ ইনকাম। পড়ার দ্বারাই তোমরা ক্রমানুসারে উঁচু পদ পাও। ভাই-বোনের সম্বন্ধেও বুদ্ধি চঞ্চল হতে পারে। তাই বাবা এর থেকেও উঁচুতে নিয়ে যান। নিজেকে আত্মা অনুভব করো এবং অন্যকেও আত্মা অর্থাৎ ভাই রূপে দেখ। সবাইকে ভাই রূপে দেখলে অন্য কোনো দৃষ্টি যাবে না। শরীরকে দেখলে ক্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা আসে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী হও, দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। আত্মা হলো অবিনাশী। শরীরের দ্বারা অভিনয় করা হয়ে গেলে, শরীরটা থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। দুনিয়ার অভিনেতারাও অভিনয় হয়ে গেলে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলে। তোমাদেরকেও এখন এই পুরাতন কাপড় (শরীর) পরিবর্তন করে নতুন কাপড় পড়তে হবে। এখন তো আত্মা এবং শরীর দুটোই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তমোপ্রধান আত্মারা মুক্তিতে যেতে পারবে না। পবিত্র হলেই যেতে পারবে। অপবিত্র আত্মারা ফিরতে পারবে না। যারা বলে যে অমুক ব্যক্তি ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছেন, তারা সবাই মিথ্যা কথা বলে। একজনও যেতে পারবে না। ওখানে বৃষ্ণের মতো রয়েছে। সবাই ঐভাবেই থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এইসব জানো। গীতাতে কোথাও ব্রাহ্মণদের নাম লেখা নেই। যেহেতু আমি প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি, তাই অবশ্যই তাকে দত্তক নিতে হবে। জাগতিক ব্রাহ্মণরা তো বিকারগ্রস্ত, তোমরা হলে নির্বিকারী। নির্বিকারী হওয়ার জন্য অনেক অত্যাচারও সহ্য করতে হবে। নাম-রূপ দেখে অনেকের মনেই বিকারী সংকল্প আসে। ভাই বোনের সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও পতন হয়ে যায়। তখন তারা পত্র লেখে - বাবা, আমার পতন হয়েছে, আমি মুখ

পুড়িয়েছি। বাবা বলেন, আমি তো ভাই-বোন হয়ে থাকতে বলেছিলাম, আর তুমি এইরকম খারাপ কাজ করলে! এরজন্য খুব কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এমনিতেও, যদি কেউ কারোর ক্ষতি করে, তবে তাকে জেলে ঢোকানো হয়। যেটা আমি স্থাপন করেছিলাম, সেই ভারত কতই না পবিত্র ছিল। তার নামটাই হল শিবালয়। এই জ্ঞানটাও কারোর মধ্যে নেই। যেসব শাস্ত্রগুলো রয়েছে, সেগুলো কেবল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে সবাই সদগতিতে থাকবে, তাই ওখানে কোনো পুরুষার্থ করতে হয় না। এখানে সবাই দুর্গতিতে রয়েছে। তাই গতি এবং সদগতি প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করে। গঙ্গাপ্রান করতে যায়। কিন্তু গঙ্গার জল কি সদগতি দিতে পারবে? সে কি পবিত্র বানাতে পারবে? কিছুই জানে না। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। কেউ তো নিজেই কিছু বোঝে না। তাই সে অন্যকে কিভাবে বোঝাবে? তাই বাবা তাদেরকে পাঠায় না। মানুষ গীত গায় - বাবা, তুমি যখন আসবে, আমি তোমার শ্রীমং অনুসারে চলে দেবতা হব। দেবতার সত্য এবং ত্রেতাযুগে থাকে। এখানে তো অধিকাংশই কাম বিকারে ফেঁসে আছে। কাম বিকার ছাড়া থাকতেই পারে না। এই বিকার অনেকটা মাতা-পিতার উত্তরাধিকারের মতো। এখানে তোমরা রামের উত্তরাধিকার লাভ করছ। পবিত্রতার উত্তরাধিকার পাচ্ছ। ওখানে অপবিত্রতার কোনো ব্যাপারই নেই।

ভক্তরা বলে কৃষ্ণ ভগবান। তোমরা দেখাও যে তিনি ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করেন। আরে, ভগবান তো নিরাকার। ওনার নাম হল শিব। বাবা কতই না ভালো ভাবে বোঝান। করুণাও হয়। তিনি তো দয়াময়, তাই না? ইনি খুবই ভালো এবং বুদ্ধিমান বাচ্চা। এনার মধ্যে একটা আকর্ষক ব্যাপার রয়েছে। যার মধ্যে জ্ঞান এবং যোগের শক্তি বেশি থাকবে, সে অন্যদেরকে আকৃষ্ট করবে। যে অনেক লেখা-পড়া জানা, তার জন্য ভালো বন্দোবস্ত হয়। যে লেখা পড়া জানে না, তার জন্য অত ভালো বন্দোবস্ত হয় না। এটা তো জানো যে এখন সকলেই অসুরি সম্প্রদায়। কিছুই বুঝতে পারে না। শিব আর শঙ্করের পার্থক্য তো একেবারে ক্লিয়ার। ওটা হল মূলবতন, আর এটা হল সূক্ষ্মবতন। সবকিছু একই হবে কিভাবে? এটা হল তমোপ্রধান দুনিয়া। এই আসুরিক সম্প্রদায়ে সবথেকে বড়ো শত্রু হল রাবণ। সে সবাইকে নিজের মতো বানিয়ে দেয়। বাবা এখন তোমাদেরকে নিজের সমান অর্থাৎ দৈবী সম্প্রদায় বানাচ্ছেন। ওখানে রাবণ থাকবে না। অর্ধেক কল্প ধরে তাকে পোড়ানো হয়। রামরাজ্য সত্যযুগেই হয়। গান্ধীজিও রামরাজ্য চাইতেন। কিন্তু এখানে কিভাবে সেই রামরাজ্য স্থাপন করা সম্ভব? ওরা তো কেউ আত্ম-অভিমानी হওয়ার শিক্ষা দিতেন না। কেবল সঙ্গমযুগেই বাবা এসে বলেন - আত্ম-অভিমानी হও। এটা হল উত্তম হওয়ার যুগ। বাবা কতই না ভালোবাসা সহকারে বোঝান। প্রত্যেক মুহূর্তে অনেক ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে - বাবা, তুমি তো কামাল করে দিয়েছ। আমরা কত পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলাম, আর তুমি সেই আমাদেরকেই কত উঁচু বানিয়ে দাও। তোমার শ্রীমং ছাড়া আর কারোর মত অনুসরণ করব না। অস্তিমে সবাই বলবে যে ব্রহ্মাকুমারীরা দৈবী মত অনুসারেই চলে। কত ভালো ভালো কথা শোনায়, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেয়, চরিত্র শুদ্ধি করা হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দৃষ্টিকে শুদ্ধ করার জন্য কারোর নাম-রূপকে না দেখে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে আত্মা অনুভব করে, আত্মারূপী ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হবে।

২) সকলের কাছে খাতির পাওয়ার জন্য জ্ঞান-যোগের শক্তি ধারণ করতে হবে। দিব্যগুণে সম্পন্ন হতে হবে। চরিত্র শুদ্ধির সেবা করতে হবে।

বরদান :- উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা বিশ্ব-কল্যাণের দায়িত্ব পালন করে অলসতা এবং অবহেলা থেকে মুক্ত হও

নুতন হও, কিংবা পুরাতন। ব্রাহ্মণ হওয়ার অর্থ হল বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্ব নেওয়া। যখন কোনো দায়িত্বের ব্যাপার থাকে, তখন দ্রুতগতিতে সেটা সম্পূর্ণ করা হয়। দায়িত্ব না থাকলে অবহেলা করে। তাই দায়িত্ববোধ অবহেলা-অলসতাকে সমাপ্ত করে দেয়। যাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, তারা কখনো ক্লান্ত হয় না। তারা নিজেদের চেহারা এবং চালচলন দ্বারা অন্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও বাড়িয়ে দেয়।

স্লোগান :- যে সময় অনুসারে শক্তিগুলোকে ব্যবহার করে, সে-ই হল জ্ঞানী এবং যোগী আত্মা।